আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রার অফিসে দুর্নীতি ও ঘুষ বাণিজ্যের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার সাব-রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে দলিল গ্রহীতা ও দাতাদের জিম্মি করে দলিল প্রতি মোটা অংকের উৎকোচ নেয়াসহ নানা দুর্নীতি অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে। খাজনা খারিজসহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সঠিক থাকার পরও দলিল প্রতি মোটা অংকের উৎকোচ না দিলে সাব-রেজিস্ট্রার দলিল স্বাক্ষর করছেন না বলে খোদ দাতা গ্রহীতারা অভিযোগ করেছেন।

এ নিয়ে অফিস চত্বরে হর-হামেশা উচ্চবাচ্য ও হট্টোগোলের ঘটনা ঘটছে। জমির ত্রুটিপূর্ণ কাগজের জন্য মোটা অঙ্কের উৎকোচ। এ অবস্থায় যে সকল গ্রহীতা উৎকোচ দিতে অনিচ্ছুক তারা দিনের পর দিন হয়রানির শিকার হচ্ছেন। আর যারা বাধ্য হয়ে উৎকোচ দিচ্ছেন তারা সীমাহীন ক্ষতির শিকার হচ্ছেন।

গত বুধবার ২৯ শে মে সরেজমিনে সাব- রেজিস্ট্রার অফিসে গিয়ে দেখা যায়, দাতা গ্রহীতাদের মধ্যে যারা সাব-রেজিস্ট্রার কর্তৃক দলিল প্রতি নির্ধারিত উৎকোচ জমা দিচ্ছেন তাদের দলিলে বিশেষ চিহ্ন দিয়ে এজলাসে দাখিল করা হচ্ছে। আর যারা উৎকোচ দিচ্ছেন না তাদের কাগজপত্রে বিভিন্ন ত্রুটি দেখিয়ে ফেরত দেয়া হচ্ছে।

সাবরেজিষ্ট্রারের লাগামহীন দুর্নীতির মধ্যে পৈত্রিক সম্পত্তি ওয়ারিশ সূত্রে জমি বিক্রি করলে দলিল প্রতি চার হাজার টাকা দিতে হয়। এই টাকা সংগ্রহ করেন সাবরেজিষ্ট্রি অফিসের সাবেক দলিল লেখক সমিতির ক্যাশিয়ার রবিউল হক ঝন্টু। এছাড়া ডিসিআর না থাকলেও দিতে হয় আরোও তিন হাজার টাকা। রেকর্ডীয় বসতবাড়ির জমি বিক্রি অথবা কিনতে গেলে গ্রাহকের গলার কাঁটায় পরিণত হয়। রেকর্ডীয় জমি রেজিস্ট্রির নামে বিভিন্ন অজুহাতে সাবরেজিষ্ট্রার ১০ হাজার থেকে ২ লাখ টাকা পর্যন্ত অর্থের মাধ্যমে জমি সম্পাদনা করেন।

প্রতি বুধ ও বৃহস্পতিবার দুদিন চুয়াডাঙ্গা সদর সাবরেজিষ্ট্রার অফিসে কর্মরত জর্ডান নামের এক কর্মচারীকে সাথে নিয়ে আসেন। এসব অবৈধ টাকা তাঁর মাধ্যমে সংগ্রহ করেন সাবরেজিষ্ট্রার গোলাম মর্তুজা। এছাড়া হায়ার ভেলুর নামের লাখ প্রতি ৫০০ টাকা নেন

আলমডাঙ্গা সাবরেজিস্ট্রি অফিসের ফাতেহা। রশিদ বিহীন দাখিলা বাবদ ৮০০ টাকা ও হেবা নামা দলিলে ১ হাজার ৮ টাকা দাখিলা বাবদ নেন। এসব অপকর্ম খোদ উপজেলা চত্বর প্রাঙ্গণে চললেও দেখার কেউ নেই। হতাশাগ্রস্থ হয়ে ফিরছে অনেক জমি ক্রেতা-বিক্রেতারা। এতে সপ্তাহের দুদিন প্রায় ১৫/২০ লাখ টাকা অবৈধভাবে সংগ্রহ করছেন সাবরেজিষ্ট্রার গোলাম মর্তুজা।

এ বিষয়ে সাবরেজিষ্ট্রারের সহকারী জর্ডান ও দলিল লেখক ঝন্টুর নিকট যোগাযোগ করা হলে তারা জানান, সাবরেজিষ্ট্রার গোলাম মর্তুজা তাঁর ব্যবহৃত মোবাইল নাম্বার কাউকে দেয় না। এইজন্য সাবরেজিষ্ট্রারের সাথে যোগাযোগ সম্ভব হয়নি।

জীবননগরে ঈদুল আযহা উদযাপন উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা

জীবননগর পৌর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে আগামী ঈদুল আযহা উদযাপন উপলক্ষে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

আজ মঙ্গলবার সকাল ১০ টার সময় পৌর কেন্দ্রীয় ঈদগাহ ময়দানে অনুষ্ঠিত প্রস্তুতি সভায় সভাপতিত্ব করেন ঈদগাহ কমিটির সভাপতি আবু মোঃ আব্দুল লতিফ অমল।

ঈদগাহ কমিটির সকল সদস্যের উপস্থিতিতে আগামী ঈদুল আজহার নামাজ সকাল ৮ টার সময় অনুষ্ঠিত হবে বলে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এছাড়া ঈদগাহ কমিটির সাধারণ সম্পাদক আব্দুস সালাম ইশা বাৎসরিক আয় ব্যয়ের হিসাব উপস্থাপন করেন এবং ঈদগাহ কমিটির তিনজন সদস্য এবার হজ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরব যাচ্ছেন, এই তিন জন সদস্যের জন্য কমিটির সকল সদস্যগণ দোয়া করেন দোয়া পরিচালনা করেন কমিটির সদস্য হাজির আব্দুল মজিদ।

সভায় আর কোন এজেন্ডা না থাকায় সভাপতি সভার কার্য সমাপ্ত ঘোষণা করেন।

দামুড়হুদায় অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে গরু ব্যবসায়ী: হাতেনাতে প্রতারক আটক

চুয়াডাঙ্গা জেলার বৃহৎত্তম ডুগডুগী পশুহাটে গরু কিনতে এসে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে এক গরু ব্যবসায়ী। তৎক্ষণাৎ জনগণের হাতে আটক হয় অজ্ঞান পার্টির এক সদস্য। পরে অজ্ঞান পার্টির সদস্যকে দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশের হাতে হস্তান্তর করা হয়। অজ্ঞান পার্টির খপরে পড়া গরু ব্যবসায়ী নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানার কেশার পাড় গ্রামের রেজু মিয়া ছেলে জসীম উদ্দীন(৩৮)।

আটকৃত প্রতারক ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর থানার মোল্লাহাট গ্রামের মৃত কাসেম মিঞার ছেলে বাচ্চু মিয়া (৫৫)। গতকাল সোমবার বেলা সাড়ে বারোটার সময় এই ঘটনা ঘটে।

জানাযায়, সামনে কোরবানি ঈদকে সামনে রেখে নোয়াখালী জেলার সেনাবাগ থানার কেশার পাড় গ্রামের রেজু মিয়া ছেলে গরু ব্যবসায়ী জসীম উদ্দীন গরু ক্রয় করার উদ্দেশ্যে ডুগডুগি পশুহাটে আসে। পশুহাটের পাশে একটি চায়ের দোকানে চা খাওয়ার উদ্দেশ্যে বসে পরে অজ্ঞান পার্টির খপ্পরে পড়ে। অল্পের জন্য টাকা খাওয়া যেতে রক্ষা পায়। এমন ঘটনা দেখতে পেয়ে অন্য গরু ব্যবসায়ীরা অজ্ঞান পার্টির সদস্য ঝালকাঠি জেলার রাজাপুর থানার মোল্লাহাট গ্রামের মৃত কাসেম মিঞার ছেলে বাচ্চু মিয়াকে আটক করে। পরে গণধোলাই দেয়।খবর পেয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার সেকেন্ড অফিসার এস আই আসাদুজ্জামান আসাদ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে তাকে আটক।

পরে জিয়াউল হক ভুইয়া বাদী হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেন। আজ তাকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির সত্যতা নিশ্চিত করে জানান অজ্ঞান পার্টির এক সদস্য কে আটক করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে মামলা রুজু করা হয়েছে। বাকি সদস্যদের আটক করার জন্য অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় মাটিভর্তি ট্রাক্টরের চাকায় শিশুর মৃত্যু, মামলার প্রস্তুতি

আলমডাঙ্গায় মাটিকাটা ট্রাক্টরের নীচে পড়ে সামিউল (৬) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ১০ টার দিকে উপজেলার কেশবপুর গ্রামের নতুন পাড়ায় পুকুর খনন দেখতে গিয়ে এ দুর্ঘটনার শিকার হয় ওই কিশোর। এদিকে অবৈধভাবে মাটি কেটে বিক্রির ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় ট্রাক্টর মালিকসহ তিন জনের নামে মামলা হয়েছে।

শিশু সামিউল কেশবপুর গ্রামের আইনাল হকের ছেলে।

শিশু সামিউল ইসলাম ও তাঁর দুই বন্ধু। এরই একপর্যায়ে তাঁরা পুকুর পাড়ের বাঁশ বাগানে খেলা করছিল। এসময় অসাবধানতাবশত বাঁশ গাছ থেকে পিছলে পড়ে সে ট্রাক্টরের নিচে পড়ে। এতে ঘটনাস্থলেই নিহত হন ৬ বছরের শিশু সামিউল ইসলাম।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার কেশবপুর গ্রামের মৃত মফল বিশ্বাসের ছেলে শহিদুল ইসলাম ও একই গ্রামের মৃত মওলা বক্সের ছেলে মঞ্জিল কেশবপুর পশ্চিমপাড়ার হাঠাৎপাড়ায় একটি পুকুরে মাটি কেটে বিক্রি করছিল।
স্থানীয় ইউপি সদস্য মুনছুর আলী মাছের ঘের সংস্কারের নামে অবৈধ ভাবে কাটা এ মাটি নিয়ে মধ্যপাড়ার ঈদগাহ মাঠ ও বসতবাড়ির নিচু জায়গা ভরাট কাজে করছিল। সোমবার সকাল সাড়ে ১০ টার দিকে সামিউল ইসলাম তাঁর দুই বন্ধুদের সাথে ওই পুকুর পাড়ের বাঁশ বাগানে খেলা করছিল। পুকুর থেকে মাটি ভর্তি একটি ট্রাক্টর ঈদগাহ মাঠের দিকে যাবার সময় সামিউল অসাবধানতাবশত বাঁশ গাছ থেকে পড়ে ট্রাক্টরের পেছনের চাকায় পিষ্ট হয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়।

ইউপি সদস্য মুনছুর আলীর সাথে মোবাইলে কথা হলে তিনি বলেন, মাছের ঘের পূণঃখননের জন্য ট্রাক্টরের মাটি কেটে ঈদগাহ মাঠে ও বিভিন্ন বসবাড়িতে দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, সকাল সাড়ে দশটার দিকে

তাঁরা তিনজন শিশু খেলা করছিল। এসময় মাটি ভর্তি ট্রাক্টর রাস্তা দিয়ে যাবার সময় শিশু সামিউল ইসলাম চাকার নিচে পড়ে নিহত হয়।

ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, খবর পেয়ে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছি। মাটি ভর্তি ট্রাক্টরের চাকায় পিষ্ট হয়ে শিশুটি মারা গেছে। তিনি আরো বলেন, পুলিশ নিহত শিশুর সুরতহাল রিপোর্ট সংগ্রহ করেছে।

এদিকে এ ঘটনায় ভূক্তভোগী পরিবার মাটি বিক্রেতা শহিদুল ইসলাম বুড়ো, মঞ্জিল ও একই গ্রামের মৃত দেলবার হোসেনের ছেলে সেলিমকে আসামী করে আলমডাঙ্গা থানায় মামলার প্রস্তুতি নিয়েছেন। দুই মেয়ে ও এক ছেলের মধ্যে একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে তাঁর পিতা-মাতা দিশেহারা হয়ে পড়েছেন। গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া।

জীবননগরে ভোক্তার অভিযান, দুটি প্রতিষ্ঠানে ২২ হাজার টাকা জরিমানা

জীবননগরে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর জীবননগর পৌর শহরের মেইন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুটি প্রতিষ্ঠানে ২২ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করেছে ।

আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১০টার সময় জীবননগর পৌর শহরের মেইন বাসস্ট্যান্ড এলাকায় অভিযান চালায়। অভিযানে হোটেল, গ্রোসারিসপ সহ অন্যান্য নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করা হয়।

এসময় বাসস্ট্যান্ড মোড়ে মেসার্স বাঘাট মিষ্টি বাড়ি হোটেল নামক প্রতিষ্ঠানে তদারকিতে অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা পরিবেশে খাদ্যপণ্য তৈরি, খাবারে নিষিদ্ধ ও ক্ষতিকর ইন্ডাস্ট্রিয়াল লবন ব্যবহার, কর্মচারী কারোরই নাই কোন স্বাস্থ্যবিধি, মিষ্টির প্যাকেটে ওজন বৃদ্ধি করে ভোক্তাদের ঠকানোসহ নানা অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো: আমিনুর রহমানকে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন ২০০৯ এর ৪৩ ও ৪৬

ধারায় ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয় এবং অস্বাস্থ্যকর খাবার ও ক্ষতিকর দ্রব্যগুলো বিনষ্ট করা হয়। পরবর্তীতে মেসার্স মইনুর স্টোর নামক প্রতিষ্ঠানে অভিযান চালিয়ে প্রচুর মেয়াদ উত্তীর্ণ পণ্য জব্দ করা হয়। এছাড়া নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মুল্যতালিকা প্রদর্শন না করা ও অস্বাস্থ্যকরভাবে মানুষ ও পশুপাখির খাবার একই সাথে রেখে বিক্রয় করার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এসমস্ত অপরাধে প্রতিষ্ঠানটির মালিক মো: মইনুর রহমানকে ৩৮ ও ৫১ ধারায় ১২ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এসময় সবাইকে যথাযথভাবে আইন মেনে ব্যবসা পরিচালনার ব্যাপারে নির্দেশনা দেয়া হয়। ২টি প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন অপরাধে মোট ২২হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

অভিযান পরিচালনা করেন চুয়াডাঙ্গা জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ। সহযোগিতায় ছিলেন এস আই বাবুল এর নেতৃত্বে জীবননগর থানা পুলিশের একটি টিম। জনস্বার্থে এ অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানান এই কমকতা।

জীবননগর উপজেলা পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা

জীবননগর উপজেলা পরিষদেও ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণা করা হয়েছে। আজ সোমবার সকাল ১১ টার সময় জীবননগর উপজেলা পরিষদের আয়োজনে উপজেলা পরিষদের হলরুমে এ ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের রাজস্ব বাজেট ২ কোটি ৩০ লক্ষ ৪ হাজার ৬৪৯ টাকা এবং উন্নয়ন বাজেট ৩ কোটি ১৭ লক্ষ ৩০ হাজার টাকার বাজেট ঘোষণা করা হয়।

জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী মোঃ হাফিজুর রহমানের সভাপতিত্বে উন্মুক্ত বাজেট ঘোষণায় উপস্থিত ছিলেন জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার হাসিনা মমতাজ, উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা, মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী, নব-নির্বাচিত মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান রেনুকা আক্তার রিতা, সমাজ সেবক কাজী বদরুদ্দোজা, মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান, হাসাদহ ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম বিশ্বাস, বাকা ইউপি

চেয়ারম্যান আব্দুল কাদের প্রধান, সীমান্ত ইউপি চেয়ারম্যান ইসাবুল ইসলাম মিল্টন, রায়পুর ইউপি চেয়ারম্যান তাহাজ্জদ মির্জা, কেডিকে ইউপি চেয়ারম্যান খাইরুল বাশার শিপলু, আন্দুলবাড়িয়া ইউপি চেয়ারম্যান মির্জা লিটন, সীমান্ত ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি আব্দুল মালেক মোল্লা প্রমুখ।

দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ভাইস-চেয়ারম্যানদের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল সাড়ে ১১ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের আয়োজনে উপজেলার বঙ্গবন্ধু চত্ত্বরে এই সংর্বধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা উপজেলা পরিষদের টানা দুই বারের নির্বাচিত চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সংসদ সদস্য এমপি হাজী আলী আজগর টগর।

এ সময় চুয়াডাঙ্গা-২ আসনের সাংসদ সদস্য এমপি হাজি আলি আজগার টগর বলেন, নিষ্ঠার সাথে দায়িত্ব পালন করতে হবে। জনগণ ভোট দিয়ে জনপ্রতিনিধি নির্বাচিত করেছে।

দামুড়হুদা উপজেলার সকল শ্রেণীর মানুষ যাতে সেবা পাই তার জন্য আপনাদের কাজ করতে হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমাকে নৌকার প্রার্থী করেছেন, আমি চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের পরপর চারবার এমপি হয়েছি। কারণ একটাই আমি জনগনের সাথে সুখে দুঃখে সব সময় ছিলাম এবং আছি। তাই আমাকে ভালোবাসে সর্বস্তরের জনগণ, আমাকে,নৌকা প্রর্তীকে ভোট দিয়ে চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের এমপি বানাইছে।

নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান মোঃ আলী মুনছুর বাবু বলেন,

আপনারা আপনাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচিত করেছেন আমি আপনাদের প্রতি চির-কৃতজ্ঞ আপনাদের সুখে দুঃখে সব সময় আমাকে কাছে পাবেন আমি চেয়ারম্যান নয় আমি আপনাদের ভাই চেয়ারম্যান আপনারা।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন নবনির্বাচিত ভাইস চেয়ারম্যান শফিউল কবীর ইউসুফ ও মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান তানিয়া খাতুন, দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক সাবেক চেয়ারম্যান খলিলুর রহমান ভুট্টা, উপজেলা কৃষি অফিসার শারমিন সুলতানা, দামুড়হুদা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা যাচাই বাছাই কমিটির সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা রুস্তম আলী, দর্শনা নাগরিক কমিটির সদস্য সচিব গোলাম ফারুক আরিফ, দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ হযরত আলী, কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মোঃ আব্দুল করিম বিশ্বাস, হাউলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন, কুড়ালগাছি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান কামাল উদ্দিন, নাতিপোতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইয়ামিন আলি, নাটুদাহ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শফিকুল ইসলাম, কুড়ুলগাছি ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান এম হাবিবুল্লাহ বাহার, কেরু এন্ড কোম্পানির সাবেক ব্যবস্থাপনা প্রশাসন শাহাবুদ্দিন।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে এমপি, উপজেলা প্রশাসন ও নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন। এরপর চুয়াডাঙ্গা ২ আসনের সংসদ সদস্য হাজী মোঃ আলী আজগর টগরকে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা, নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন শ্রেণীপেশার মানুষ।
এসময় দামুড়হুদা উপজেলা আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, শিক্ষক, মুক্তিযোদ্ধাসহ বিভিন্ন পেশাজীবী সংগঠনের নেতৃবৃন্দরা উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন উপজেলা সমাজসেবা অফিসার তোফাজ্জল হোসেন।

দামুড়হুদার রঘুনাথপুর সড়কে দেশীয় অস্ত্র ঠেকিয়ে নগদ টাকা ছিনতায়, আটক ১

দামুড়হুদা উপজেলার রঘুনাথপুর গ্রামের বড় রাস্তায় তিনজন ট্রাক ড্রাইভারকে মাথায় দেশীয় অস্ত্র ঠেকিয়ে নগদ ১ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা ছিনতায় করে দূবৃত্তরা। পরে ট্রাক ড্রাইভার দেলোয়ার বাদি হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করেন। মামলার তদন্ত কর্মকর্তা দামুড়হুদা মডেল থানার তদন্ত অফিসার মাহবুবুর রহমান অভিযান চালিয়ে কদিপুর গ্রামের শহিদুল ইসলামের ছেলে মাসুমকে আটক করেন।

গত শুক্রবার রাত ২ টার দিকে এই ছিনতায়ের ঘটনা ঘটে এবং শনিবার রাতে অভিযান চালিয়ে একজনকে আটক করেন।

জানাযায়, গত ৩১ শে মে শুক্রবার রাত ২ টার দিকে দামুড়হুদা উপজেলার পাঠাচোরা ভেরবনদীর উপর সুইজগেট তৈরির কাজে ব্যবহৃত পাথর আনলোড করে খালি গাড়ি ওজন করার উদ্যেশে লোকনাথপুরের দিকে ফেরার পথে রঘুনাথপুর বড় রাস্তার উপর কলাগাছ ফেলে রাখে দূবৃত্তরা। কলাগাছ দেখে ২টা খালি ট্রাক দাঁড়িয়ে যায়। যাওয়ার কোন রাস্তা না থাকায় হরিনাকুন্ড থানার শেখপাড়া দিন্নি গ্রামের দবির উদ্দীনের ছেলে (ঢাকা মেট্রো ট ১৮-৯০৯৪) নং এর ট্রাক ড্রাইভার বাচ্চু, ঝিনাদাহ জেলার আরোপপুর গ্রামের মৃত আলাউদ্দিনের ছেলে (ঝিনাদাহ ট -১১-১৬২৯)নং ট্রাক ড্রাইভার শফিকুল ইসলাম ও ঝিনাদাহ সদরের মুরাদ মন্ডলের ছেলে (ঢাকা মেট্রো ত-২২-৩৭২৬) নং ট্রাক ড্রাইভার দেলোয়ার হোসেন গাড়ি থামিয়ে অবস্থান করে। এমন সময় দূর্বৃত্তরা দেশিয় অস্ত্রর ভয় দেখিয়ে ট্রাক ড্রাইভার বাচ্চুর কাছে থাকা নগদ ৫৮ হাজার টাকা, শফিকুল ইসলামের নিকট থাকা ৬৭ হাজার টাকা ও দেলোয়ার নিকট থাকা ৪২ হাজার টাকা ছিনিয়ে নিয়ে যায়।

পরে ট্রাক ড্রাইভার দেলোয়ার বাদি হয়ে দামুড়হুদা মডেল থানায় মামলা দায়ের করে।

মামলার পরিপ্রেক্ষিতে দামুড়হুদা মডেল থানার তদন্ত ওসি অভিযান চালিয়ে জিগিসা বাদের জন্য কাদিপুর গ্রামের শাহার আলির ছেলে মুছা, আকুবারের ছেলে হাসেম ও শহিদুল ইসলামের ছেলে মাসুমকে থানায় নিয়ে আসে। জিজ্ঞাসা বাদের পর মাসুমকে জড়িত থাকার অপরাধে মাসুমকে

আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করেন এবং অপর দুইজন দোষী না থাকায় তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।

এ বিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার ওসি তদন্ত মাহবুবুর রহমান সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন মাসুম নামের একজনকে আটক করা হয়েছে। আজ রিমান্ডে নেওয়ার জন্য আদালতে আবেদন করা হবে।এ ঘটনায় জড়িতদের আটক করার জন্য অভিযান অব্যহৃত রয়েছে।

দামুড়হুদার ডুগডুগী বাজারে সাংবাদিকদের তৎপরতায় ট্রাকসহ চুরি হওয়া গম উদ্ধার

দামুড়হুদা উপজেলার ডুগডুগী বাজারে রাতে অবস্থানকৃত ট্রাক থেকে তিন বস্তা গম চুরি হয়ে গেলে তা সাংবাদিকদের তৎপরতায় উদ্ধার করা হয়েছে। গতকাল রবিবার সকাল ৭টার দিকে ডুগডুগী গ্রামের হাট পাড়া থেকে চুরিকৃত গম উদ্ধার করা হয়।

অভিযুক্তরা হলো, ডুগডুগী বাজারের নাইটগার্ড নিজাম ও তৈয়ব আলী, অপরদিকে গম চোর ডুগডুগী হাটপাড়ার নজু’র ছেলে হাসান (২৬) ও তার সহযোগীরা।

স্থানীয় ও সরজমিনে জানাগেছে, শনিবার যশোর নওয়াপাড়া থেকে সাড়ে ২৩ টন গম লোড করে চুয়াডাঙ্গা হাতিকাটার উদ্দেশ্যে রওনা হয় ডুগডুগী গ্রামের মৃত ওহাব আলীর ছেলে ট্রাক ড্রাইভার হামিদ আলী। ট্রাকে থাকা প্রতিটি গমের বস্তা ছিলো প্রায় ৭০ কেজি ওজনের। রাত ১২টার দিকে ডুগডুগী বাজারে পৌঁছে যাত্রা বিরতি করে এবং নাইট গার্ডদের হেফাজতে গম ভর্তি ট্রাকটি বাজারে রেখে বাড়ি চলে যাই ড্রাইভার। সকাল ৬টার দিকে হামিদ ডুগডুগী বাজারে ট্রাকের কাছে এসে দেখে ট্রাকের কাছে ছড়ানো ছিটানো ভাবে গম পরে আছে। ভালো করে গাড়ি চেক করে দেখাযাই ট্রাকের হুডের কাছ থেকে দড়ি খুলে তিন বস্তা গম চুরি করে নিয়ে গেছে চোরের দল। মাথায় যেনো বাজ পরে ট্রাক ড্রাইভারের। হতভম্ব হয়ে যাই তিনি। কি করবে কিছু বুঝতে পারেনা।

গরীব ট্রাক ড্রাইভার এদিক ওদিকে খুঁজা খুঁজি করতে থাকে। অনেক খুঁজাখুজি করেও গম পাওয়া যায় না।

এসময় খবর পেয়ে সাংবাদিকরা ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন এবং সাথে সাথে ডুগডুগী বাজার কমিটিকে জানানো হয়। ডাকা হয় নাইটগার্ডদের, কিন্তু নাইটগার্ডরা বলে আমরা কিছু জানিনা এবং দেখিনি। তখন সাংবাদিকরা পরে থাকা গম অনুসরণ করতে করতে ডুগডুগী হাট পাড়ায় পৌঁছে যায়। সেখানে সর্বশেষ গম পরে থাকতে দেখে স্থানীয় গণ্যমাণ্য ব্যক্তি বর্গ ও বাজার কমিটির লোকজন দিয়ে কয়েকটি বাড়ি চেক করলে হাসানের জিম্মা থেকে ট্রাক থেকে চুরি যাওয়া তিন বস্তা গম উদ্ধার করা হয়। তখন উপস্থিত লোকজনের সামনে নাইটগার্ডদের জিজ্ঞাসা বাদের এক পর্যায়ে তারা চোরের নাম স্বীকার করে বলে ডুগডুগী গ্রামের হাটপাড়ার নজুর ছেলে হাসান এই জঘন্যতম চুরির কাজ করেছে। তার সঙ্গে আর কারা ছিল আমরা জানি না। নাইটগার্ডরা সব কিছু জেনেও মুখে কুলুপ এটে ছিলো। উদ্ধারকৃত গম ট্রাক ড্রাইভার হামিদ কে বুঝিয়ে দিলে তার জান ধরে আসে এবং সাথে সাথে গমগুলো ট্রাকে তুলে গম আনলোড করার জন্য চুয়াডাঙ্গা হাতিকাটায় চলে যাই। মূলত নাইটগার্ডদের সহযোগিতায় হাসান সহ ওর সঙ্গীদের দিয়ে এই চুরির ঘটনা ঘটানো হয়।

ট্রাক ড্রাইভার হামিদ বলেন, মাঝে মধ্যে আমি ডুগডুগী বাজারে লোডকৃত গাড়ি নাইটগার্ডদের হেফাজতে রেখে বাড়ি যাই এবং সকালে আবার গাড়ি নিয়ে আমি চলে যায়। এর জন্য নাইটগার্ডদের আমি বকসিস দিয়, যাতে আমার গাড়িটা দেখেশুনে রাখে। কিন্তু গতকাল শনিবার রাত ১২টার দিকে আমি ডুগডুগী বাজারে এসে গাড়ি থুয়ে নাইটগার্ড নিজাম কে বলি ভাই গাড়িটা দেখে রাখবেন, গাড়িতে গম লোড আছে। নিজাম বকসিস (টাকা) চাই, তখন আমি বলি এখনতো আমার কাছে টাকা নেই, ভোরে যাওয়ার সময় টাকা দিয়ে যাবো, তখন নিজাম অসন্তুষ্টি জানিয়ে বলে টাকা দিলিনাতো, সকালে বুঝবি এর জ্বালা। তখন আমি বিষয়টি বুঝতে পারিনি, সকালে গাড়ির কাছে এসে বুঝতে পারি এটা নাইটগার্ডদের কাজ। হামিদ আরও বলেন, ঐ হাসান তো জানতোনা যে গাড়িতে গম লোড আছে। নাইটগার্ড নিজাম’ই হাসানকে হায়ার করে গাড়ি থেকে গম চুরি করেছে। ওরা মনে করেছিলো আমি বুঝতে পারবোনা। কিন্তু মহান আল্লাহর রহমতে আমি টের পেয়ে যায়। এই ধরনের চোরচুট্টা দিয়ে নাইটগার্ডের কাজ করালে বাজারের কোন দোকানই নিরাপদ নয়। থানায় কোন অভিযোগ করা হয়েছে কিনা জানতে চাইলে হামিদ বলেন, আমি ট্রাকের ড্রাইভার, কখন কোথায় থাকি ঠিকনেই। যেহেতু ডুগডুগী বাজারের নাইটগার্ডরা এ চুরির ঘটনা ঘটিয়েছে, তাই ডুগডুগী বাজার কমিটিকে বিচার দিয়েছি। তারা যদি

সঠিক বিচার না করে তাহলে আমি আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করবো। এমন ঘটনায় ডুগডুগী বাজারে ব্যাবসায়ীরা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, যদি এর সুষ্ঠু বিচার না হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যৎ এ বাজারের দোকানপাট চুরিদারি হতে পারে। সেই সঙ্গে বাজারের নাইটগার্ড ও চোরদ্বয় কেউই ভালো লোক নয়, এর আগেও তাদের নামে চুরির অভিযোগ রয়েছে। কিন্ত কোন বিচারের সম্মুখিন হয়নি। যার কারনে এমন ঘটনা থেকে রেহাই পেলে আরও বড় ধরনের চুরির ঘটনা ঘটতে পারে।

বাজার কমিটি এতবড় ঘটনা ঘটার পরেও কোন পদক্ষেপ নেয়নি। অদৃশ্য কারনে ক্ষুড়া যুক্তি দেখিয়ে ঘটনার ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করছে বাজার কমিটি। তারা ভুলেই গেছে চোরের ব্যাবস্থা গ্রহণ না করলে তারা নিজেরাই চোরের থেলেন্দার হয়ে যায়। তাই এলাকাবাসী ও বাজার ব্যাবসায়ীরা সরজমিনে তদন্ত পূর্বক প্রশাসনের কঠোর হস্তক্ষেপ কামনা করেন।

এবিষয়ে ডুগডুগী বাজার কমিটির সাধারণ সম্পাদক শ্রী মদন ঘোষ বলেন, সকালে বাজারে এসে গম চুরির ঘটনা জানতে পারি। আমরা বাজারের সবাইমিলে নাইটগার্ড নিজাম কে চাপ প্রয়োগ করলে সে বলে আমি হাসান কে গম চুরি করে নিয়ে যেতে দেখেছি। সে মোতাবেক হাসানের জিম্মা থেকে গম উদ্ধার করে ট্রাক ড্রাইভার হামিদ কে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। গম উদ্ধার হওয়ার কারনে তাৎক্ষণিক ভাবে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি, তবে আমাদের মিটিংয়ে এ বিষয়ে সকলের পরামর্শ মোতাবেক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হবে।

দামুড়হুদায় ১ কেজি গাঁজাসহ তিনজন আটক

দামুড়হুদা মডেল থানার পুলিশ পৃথক পৃথক স্থানে মাদক বিরোধী অভিযান চালিয়ে ১ কেজি গাঁজাসহ তিন জনকে আটক করেছেন।আটকৃতরা হলো জজ(২৩) মোক্তারপুর গ্রামের ছাব্দার আলির ছেলে, তৈয়ব আলি (২৮) মোক্তার পুর গ্রামের কুদ্দুসের ছেলে আবু জাফর (৪৫) উজিরপুর গ্রামের মৃত্যু মফিজ উদ্দীনের ছেলে ।

গতকাল শুক্রবার সন্ধা সাড়ে ৬ টার দিকে বিভিন্ন স্থান থেকে তাদেরকে আটক করেন।

জানাযায়, দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ওসি আলমগীর কবির এর নির্দেশনায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এস আই মাহবুবুর রহমান,এস আই জাহিদুল ইসলাম সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দামুড়হুদা উপজেলার মোক্তারপুর গ্রামের ছাব্দার আলির ছেলে জজ ও একই গ্রামের কুদ্দুসের ছেলে তৈয়ব আলি ও উজিরপুর গ্রামের মৃত মফিজ উদ্দীনের ছেলে আবু জাফর আলিকে আটক করেন। পরে তাদের দেহ তল্লাশী করে ১ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

দামুড়হুদা মডেল থানায় তাদের বিরুদ্ধে মাদক নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করা হয়। তাদেরকে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে প্রেরণ করা হয়।